আজকের কাগজ

তারিখ ...22 OCT 1995... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩......

15

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি প্যানেল নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র

ইয়াসিন হীরা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যে লবিং গ্রুপিং শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ৩০ ডিসেম্বর অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে সিনেট অধিবেশন ডেকে ৩ জনের একটি প্যানেল চূড়ান্ত করে চ্যান্সেলর বরাবর পাঠাতে হবে। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য দীর্ঘ ৪ বছরেও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন না করে, গতকাল ২টায় সিনেটের শিক্ষক ক্যাটাগরির ৩৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করায় শিক্ষকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আগামী ২১ নভেম্বর এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল ধর্মঘটের মধ্যে পুরো সিনেট নির্বাচন ঘোষণা না করে একটি ক্যাটাগরির নির্বাচন ঘোষণা রহস্যজনক। অনেকে সিনেট অধিবেশন ডেকে ভিসি প্যানেল নির্বাচন করার মুহূর্তে শুধু শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসীল ঘোষণাকে বর্তমান ভিসি আরো ৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার একটি কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিনেটটির নির্বাচন হয়েছিলো ১৯৮৬ সালে। ১০১ জনের এ সিনেট সদস্যের মধ্যে কলেজ প্রতিনিধি ১৫ জন ও ছাত্র প্রতিনিধি ৫ জন নেই। রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তারিখ পেছানো হয় ৪ বার। বার বার তারিখ পিছিয়ে নির্বাচন না করার একটি কৌশল বলে অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, গতকাল শিক্ষক ক্যাটাগরির যে নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করা হয়েছে। সেটিতে (বর্তমান) প্রগতিশীল শিক্ষকদের প্রাধান্য রয়েছে। একদিকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্টার্ড সদস্য হওয়ায় সময় বাড়ানো হয়। অথচ শিক্ষক ক্যাটাগরি নির্বাচন তারিখ ঘোষণা একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া বলে অনেকে মনে করছেন। এ উদ্দেশ্যে দু'দিন আগে একটি আবাসিক হলে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে রাজশাহী স্টাইল অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে বর্তমান বিএনপি সরকার ৪ বছরের জন্যে "জেনারেল ক্লোজাল এ্যাক্ট" এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়। অপরদিকে নির্বাচিত ভিসি অধ্যাপক আলমগীর সিরাজকে অপসরণ করা হয়। যা ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সরাসরি লংঘন। এ নিয়োগ ও অপসারণ চ্যালেঞ্জ করে অধ্যাপক আব্দুল মান্নান হাই কোর্টে রিট মামলা দায়ের করে। অপসারিত ভিসি আলমগীর সিরাজকে ছাত্রশিবির তার বাসভবনে সাব জেল সাইনবোর্ড লাগিয়ে আটক করে রাখে। এরপরও তিনি পদত্যাগ না করলে শিবির লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। এতেও ভিসি তার অবস্থানে অটল থাকলে পরবর্তীতে বর্তমান সরকার তাকে অপসারণ করে অধ্যাপক আর আই চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান ভিসি ক্ষমতায় এসে ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ফারুক হত্যা আসামী ও অধ্যাপিকা হামিদা বানুসহ অসংখ্য শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা মিছিলে হামলাকারীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর '৯৪ তারিখের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৬৩ সভায় ১৩ নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পুর্ন নিয়োগ পেলে তারা কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। বর্তমান ভিসি রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অবসর নেয়ার পর পুন নিয়োগ লাভ করেছেন। সেদিক থেকে বর্তমান ভিসি প্যানেলে আসতে পারবে না বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়।